ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 91 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৪৬ ● কলকাতা ● ২৩ ভাদ্র, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 54

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

ঠিক এইভাবে, বালক যেমন যেমন নিজের জীবনযাত্রায় আগে চলে, ঐ বালকের চিত্তরূপী সাদাকাপড় অতীতকালের ধূলা আর ময়লায় মলিন হতে থাকে। আর সাদা কাপড় যত ময়লা হবে, তাকে পরিষ্কার করা তত কঠিন হবে। আর যে বালক বর্তমানে থাকে না, সর্বদা অতীতকালকে চিন্তা করতে থাকে, ঐ বালকের চিত্তরূপী সাদা কাপড় সর্বদা ময়লাই থাকে। কারণ ঐ বালক অতীতকালের চিন্তা করে ঐ অতীতকালের দাগের উপর আরও প্রলেপ দিচ্ছে। এইভাবে মানুষের চিত্তকে অতীতকাল আর আসক্তি অস্থির করে কারণ উভয়ের সঙ্গে থাকলে চিত্ত বর্তমানে থাকে না। **ক্রমশঃ**

মোদির সফরের আগেই মণিপুরে বিরাট ভাঙন বিজেপিতে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কয়েক ধরে হিংসাদগ্ধ মণিপুরে অবশেষে পা পড়তে চলেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১৩ মে মণিপুর সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তার আগেই দলীয় রাজনীতিতে বড় ধাক্কা বিজেপির। গেরুয়া শিবির ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন রাজ্যের তিন প্রভাবশালী নেতা।জানা গিয়েছে, ১৩ সেপ্টেম্বর মিজোরাম যাবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে রেললাইনের উদ্বোধন পর্ব সেরে মণিপুরে যাবেন তিনি। রাজধানী ইম্ফল ও দাঙ্গাবিধ্বস্ত চুড়াচাঁদপুরে প্রধানমন্ত্রী জনসভা করতে পারেন, এমন সম্ভাবনার কথাও শোনা গিয়েছে। তবে কোনও কিছুই চূড়ান্ত নয়। সরকারিভাবে এখনও প্রধানমন্ত্রীর সফরসূচির কথা ঘোষণা করা হয়নি। এর মধ্যে আবার মণিপুরে নতুন করে সরকার গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। যদিও সেটাও জল্পনা। আর সে জল্পনার মধ্যেই বিজেপি নেতাদের কংগ্রেস ত্যাগ। সোমবার দিল্লিতে গিয়ে

এরপর ৩ পাতায়

মহাসড়কে টোটো উলটে মহিলার মৃত্যু, উত্তেজিত জনতার পথ অবরোধ

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়কে ফের দুর্ঘটনা। এবার টোটো উল্টে মৃত্যু হল এক মহিলার। পুলিশ জানিয়েছে,মৃতের নাম ঝর্ণা নাগ(৫০) তার বাড়ি ফালাকাটা ব্লকের ডালিমপুরের মুজনাই এলাকায়। মঙ্গলবার সকাল আটটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বালুরঘাটে। জানা গেছে,আলিপুরদুয়ারের ভাটিবাড়ি এলাকায় বাপের বাড়ি থেকে নিজেদের টোটোয় ফিরছিল মুজনাইয়ের নাগ দম্পতি। টোটো চালাচ্ছিলেন ঝর্ণা নাগের ছেলে রানা নাগ। সঙ্গে ছিলেন ঝর্ণার স্বামী নিরঞ্জন নাগ। তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। বালুরঘাটে রাস্তার পাশে রয়েছে বড় বড় গর্ত। সেখানে জল জমে ছিল। তাই গর্ত আন্দাজ করতে পারেননি চালক। আচমকাই গর্তে চাকা ধাক্কা লাগায় টোটো উলটে যায়। টোটোর নীচে পড়ে যান ঝর্ণা। তখন স্থানীয় টোটো চালকরাই তড়িঘড়ি সবাইকে উদ্ধার করে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠান।

স্থানীয়রা জানান,ওই গৃহবধূর মাথা ও মুখে সব থেকে বেশি চোট লাগে। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর তার মৃত্যু হয়। এদিকে ঘটনার পর থেকেই ক্ষোভে স্থানীয়রা সড়ক অবরোধ করেন। সওয়া আটটা থেকে সওয়া ন'টা পর্যন্ত এক ঘন্টা অবরোধ চলে।

স্থানীয়রা জানান,পাশেই চরতোর্ষা নদীতে মহাসড়কের দুটি পাকা সেতুর কাজ চলছে। রোজ পণ্যবাহী ডাম্পার যাতায়াত করে। আর বালুরঘাটে রাস্তার এক পাশে অনেকদিন আগেই মাটি ফেলে রাখা হয়। কিন্তু এখানে রাস্তার কাজ বন্ধ রয়েছে। আর রাস্তায় বড় বড় খানাখন্দ হলেও সংস্কার করা হচ্ছে না।

যার ফলে প্রায় দিন টোটো উল্টে যাচ্ছে। এজন্য মহাসড়ক কর্তৃপক্ষই দায়ি।'

এদিকে মৃতের স্বামী নিরঞ্জন নাগ বলেন,'আমার পায়ে প্লেট বসানো আছে। চিকিৎসার গত রবিবার আলিপুরদুয়ারে যাই। তারপর শ্বশুরবাড়ি যাই। এদিন ফেরার পথে দুর্ঘটনা ঘটে। আমার স্ত্রীই সংসার চালাত। এখন সব শেষ হয়ে গেল।'

রহস্য জনকভাবে এক যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার,চাঞ্চল্য এলাকা জুড়ে

পার্থ ঝা,মালদা

রহস্য জনকভাবে এক যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার দুপুর নাগদ চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মালদার মানিকচক ব্লকের এনায়েতপুর এলাকায়। একটি ফাঁকা আম বাগানের গভীর জঙ্গলে রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছোট আসেন মানিকচক থানার পুলিশ। জানা গেছে মৃত যুবকের নাম সারফারাজ মোমিন। বাড়ি গোপালপুরের কামালতি এলাকায়। তিনি পেশায় কাপড় ব্যবসায়ী।তবে খুনের কারণ নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা।খুল না অন্য কোন ঘটনা পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছেন মানিকচক থানার পুলিশ।

মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের ছোট করা মেনে নেওয়া হবে না', হুঙ্কার বাংলাদেশ সেনার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঢাকা: শেখ হাসিনা জমানার অবসানের পরেই বাংলাদেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলতে আদাজল খেয়ে আসরে নেমেছে রাজাকার মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। গত এক বছরে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-সহ মুক্তিযুদ্ধের একাধিক মহানায়কের বাড়ি ও মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট ভাস্কর্য গুঁড়িয়ে দিয়েছে স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াত ইসলামী সহ মুসলিম জঙ্গি সংগঠনের

সদস্যরা।বাংলাদেশে শক্তিশালী মবের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করবে জানিয়ে মিলিটারি অপারেশন্সের পরিচালক বলেন 'মবের বিরুদ্ধে আমরা জিরো

টলারেন্স নীতি নিয়েছি। যেখানে যখন মব হয়েছে সেখানে সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনী দ্রুততার সঙ্গে পৌঁছে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। কয়েকটি জায়গায় আমাদের যে বিলম্ব হয়েছে সেটা সোর্স থেকে তথ্য পেতে বিলম্ব হয়েছে। যে কোনও ঘটনা ঘটার পর সেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন হয়। তারপর সেনাবাহিনীকে অনুরোধ জানানো হয়, এরমধ্যে কিন্তু কিছু কালক্ষেপণ হয়ে গেছে, তারপর আমাদের নিকটস্থ ক্যাম্প থেকে বাহিনী পাঠাতে কিছু সময় লাগে। এমন কোনও উদাহরণ দেখানো যাবে না যে, সেনাবাহিনীকে অনুরোধ করা হয়েছে সেনাবাহিনী সেখানে যায়নি বা সেনাবাহিনীর সামনে মব হয়েছে সেনাবাহিনী যায়নি। এরকম কোনও ঘটনা ঘটেনি।'গত শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সর্বশেষ হামলা চলেছে মুক্তিযুদ্ধে কাদেরিয়া বাহিনীর প্রধান বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর বাড়িতে। দেশ জুড়ে চলা মুক্তিযোদ্ধা নির্মূল অভিযানের বিরুদ্ধে এবার সরব হল বাংলাদেশ সেনা। মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্যের উপরে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িতে হামলাকারী তথাকথিত মবকে (উন্মত্ত জনতা) বরদাস্ত করা

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

মোদির সফরের আগেই মণিপুরে বিরাট ভাঙন বিজেপিতে

কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন বিজেপির দুই প্রাক্তন বিধায়ক ওয়াই সুরচন্দ্র সিং, এল রাধাকিশওর সিং এবং বিজেপির শীর্ষ নেতা উত্তমকুমার নিংথৌজাম। এআইসিসি সদর দপ্তরে দুই প্রাক্তন বিধায়ক এবং বিজেপির শীর্ষ পদাধিকারিকে দলে স্বাগত জানান কংগ্রেসের রাজ্য পর্যবেক্ষক সপ্তগিরি শংকর উলাকা এবং মণিপুর কংগ্রেস সভাপতি কে মেঘচন্দ্র সিং। কংগ্রেসের দাবি, মণিপুরজুড়ে যে প্রবল অশান্তি এবং অসন্তোষ তৈরি হয়েছে, বিজেপি নেতাদের এই দলত্যাগ সেটারই বহিঃপ্রকাশ।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের মে মাস থেকে জাতি সংঘর্ষে জ্বলছে মণিপুর। কুকি-মেতেই সংঘাতের বলি হয়েছেন বহু মানুষ। শান্তি ফেরাতে লাগাতার চেষ্টা হলেও দফায় দফায় অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে উত্তর-পূর্বের রাজ্যটি। ঘরে বাইরে চাপের মুখে গত ৯ ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী বিরেন সিং। ১৩ ফেব্রুয়ারি সে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। এহেন পরিস্থিতিতে বিরোধীরা বারবার দাবি করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নিজে যেন মণিপুরে যান। সেখানকার মানুষের দুরাবস্থার ছবি নিজের চোখে দেখে আসুন। কিন্তু দু'বছর কেটে গেলেও মণিপুরে পা রাখেননি প্রধানমন্ত্রী। মণিপুরে শেষবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পা পড়েছিল ২০২২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মাসে। এবার প্রধানমন্ত্রী সে রাজ্যে পা রাখতে চলেছেন।

মোদির সফরের আগেই মণিপুরে বিরাট ভাঙন বিজেপিতে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ডায়ালগনেক্সট সম্মেলন উপলক্ষ্যে বিশ্বের কৃষি নেতা, নীতি নির্ধারক, বৈজ্ঞানিক ও কৃষকরা ভারতের নতুন দিল্লিতে সমবেত হয়েছেন। নতুন দিল্লির পুসা ক্যাম্পাসে ICAR কনভেনশন সেন্টারে ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর দু'দিনের এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এতে বিশ্বের খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্ভাবন ও উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা দপ্তরের সচিব এবং ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ ICAR-এর মহানির্দেশক শ্রী মঙ্গীলাল জাট বলেন, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে কৃষি খাদ্য ব্যবস্থার সামনে বিভিন্ন জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এর মোকাবিলায় কৃষক কেন্দ্রীক সুসমন্বিত সমাধান প্রয়োজন। এজন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে বৃহত্তর বিনিয়োগ, উদ্ভাবন এবং আবিষ্কার থেকে পরিষেবা প্রদানের মধ্যে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে হবে। বর্তমানে যে গতিতে ভারতীয় কৃষির রূপান্তর ঘটছে, তাতে ভারত উন্নয়নশীল দেশগুলির কৃষি উদ্ভাবন হাব হয়ে উঠতে পারে। CIMMYT, বোরলগ ইনস্টিটিউট ফর সাউথ এশিয়া - BISA এবং ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ ICAR-এর সহযোগিতায় এই সমাবেশের আয়োজন করেছে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ ফাউন্ডেশন। গত বছর মেক্সিকোতে আয়োজিত সমাবেশের মূল ভাবনা ছিল ‘কৃষকের কাছে পৌঁছে দেওয়া’। সেই একই ভাবনা এবারেও অনুসরণ করা হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রের আধুনিকীকরণ ও রূপান্তরের সুফল যাতে কৃষকদের কাছে পৌঁছোয়, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলির কৃষকরা যাতে সেই সুবিধা পান তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব কৃষি দিবসে আয়োজিত এই সম্মেলনে বিশ্বকে যারা খাদ্য যোগাচ্ছেন, তাঁদের উপর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। যেসব ভারতীয় ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ সম্মান পেয়েছেন তাঁদের স্বীকৃতি জানানোর পাশাপাশি এই সমাবেশে বিশ্ব খাদ্য ব্যবস্থায় ভারতের নেতৃত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ ফাউন্ডেশনের বিশ্বজনীন কর্মসূচি ও কৌশলগত যোগাযোগের ভারপ্রাপ্ত সিনিয়র ডিরেক্টর নিকোলে প্রেঙ্গার বলেন, ডঃ নরম্যান বোরলগ ভারতে স্বল্প দৈর্ঘ্যের গম চাষের সূচনা করেছিলেন। এর ফলে, এক দশকেরও কম সময়ের মধ্যে গমের ফলন দ্বিগুণ হয়েছিল, অবশ্যম্ভাবী দুর্ভিক্ষ এড়ানো গিয়েছিল। সেই ভারতে এই সম্মেলনের আয়োজন করতে পেরে তার সংস্থা গর্বিত। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা ও CIMMYT-এর বোর্ড সদস্য অজয় কুমার সুদ বলেন, আগামী দশকগুলিতে ক্রমশ বাড়তে থাকা বিশ্ব জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা যাতে সুস্থিতভাবে মেটানো যায়, তার পন্থা পদ্ধতি অনুসন্ধানের লক্ষ্যে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার পদস্থ সরকারি আধিকারিক বিজ্ঞানী এবং কৃষি নেতারা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন।

(২ পাতার পর)

মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের ছোট করা মেনে নেওয়া হবে না', হুঙ্কার বাংলাদেশ সেনার

হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, 'মুক্তিযুদ্ধ নির্মূল অভিযানে নামা রাজাকার মোল্লা ইউনূসকেই সতর্ক করে দিয়েছে সেনাবাহিনী।'

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) ঢাকা সেনানিবাসের অফিসার্স মেসে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন সেনাসদরের মিলিটারি অপারেশন্সের পরিচালক কর্নেল মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম। কাদের সিদ্দিকী-সহ মুক্তিযোদ্ধাদের উপরে হামলার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের আগেও যেভাবে সশ্রদ্ধ সম্মান করেছি, আজও করি এবং ভবিষ্যতেও অন্তরের অন্তস্থল থেকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করব।। কোনও মব করে মুক্তিযোদ্ধা কিংবা মুক্তিযুদ্ধকে ছোট করার কোনও সুযোগ নেই। মুক্তিযোদ্ধাদের উপরে যারা হামলা করছেন তাদের গডফাদার (পড়ুন মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূস) যেই হোন না কেন, কোনও রেয়াত করা হবে না।' মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমানের বাড়ির সামনে হামলার উদ্দেশে জড়ো হওয়া মবকে হটাতে সেনাবাহিনী কতটা তৎপরতা দেখিয়েছিল তা তুলে ধরে একটি কর্নেল মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম বলেন, 'যখন সেনাবাহিনী খবর পেয়েছে মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমানের বাড়িতে হামলার জন্য স্বাধীনতা বিরোধীরা জড়ো হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আমাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইউনিট উপস্থিত হয়ে মব নিয়ন্ত্রণ করেছে। এ ব্যাপারে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন সামনের দিনগুলোতে পরিস্থিতির আরও উন্নতি হবে।'

সম্পাদকীয়

জ্বলছে নেপাল, গুলিবিদ্ধ ভারতীয় ট্রাক ড্রাইভার

প্রতিবাদ প্রশমিত করতে লাঠিচার্জ থেকে গুলিচালনা, সবই হয়েছে। রাজপথে লুটিয়ে পড়েছে প্রতিবাদীরা। ইতিমধ্যেই কমপক্ষে ২১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহতের সংখ্যা চার শতাধিক। জেন Z-র প্রবল বিক্ষোভে পিছু হঠেছে নেপালের KP শর্মা ওলির সরকার। তুলে নেওয়া হয়েছে সোশাল মিডিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা।বীরগঞ্জে আইনমন্ত্রী অজয় চৌরাসিয়ার বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌডেলের বাড়ির দখল নিয়েছে আন্দোলনকারীরা। ললিতপুরে তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী পৃথ্বী সুব্বা গুরুঙ্গের বাড়িও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাইসেপতিতে পদত্যাগী উপ প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী বিষ্ণু পৌডেলের বাসভবন লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয়। পদত্যাগী প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখকের বাড়িতেও হামলা চালানো হয়। ভাইসেপতিতে নেপাল রাষ্ট্র ব্যাঙ্কের গভর্নর বিশ্ব পৌডেলের বাড়িতেও চলে পাথরবৃষ্টি। খুমালতারে নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী CPN (মাওবাদী) নেতা পুষ্পকমল দাহাল ওরফে প্রচণ্ডর বাসভবন লক্ষ্য করেও পাথর ছোড়ে আন্দোলনকারীরা। এই পরিস্থিতিতে অনেকেরই মনে পড়ছে ২০২৪ এ বাংলাদেশের জুলাই-অগাস্ট মাসের পরিস্থিতির কথা।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পর চাপের মুখে পদত্যাগ করেছেন কৃষিমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীও। এই পরিস্থিতিতে প্রমাদ গুণছে ভারত-নেপাল সীমান্ত। শ্রীলঙ্কা - বাংলাদেশের পর আরেক প্রতিবেশী দেশও অশান্ত। এই পরিস্থিতির প্রভাব কি পড়বে ভারতেও ? এই আশঙ্কার মধ্যে প্রভাব পড়া শুরু হল বাংলার শিলিগুড়িতে।

অগ্নিগর্ভ নেপালে সোমবারই এক ভারতীয় ট্রাক চালক গুলিবিদ্ধ হন। এই ট্রাক ফেলে এপারে পালিয়ে এসেছেন অন্য চালকরা। শিলিগুড়ির পানিট্যাঙ্কিতে ৩ দিন ধরে বন্ধ রয়েছে ভারত-নেপাল সীমান্ত। ওপারে কাঁকরভিটা, বীরতা মোড়ে জ্বলছে বিক্ষোভের আগুন। তার প্রভাব এবার পড়ল এপারে।

এপারে উত্তরবঙ্গের সীমান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে শ'য়ে শ'য়ে ট্রাক। কবে খুলবে সীমান্ত, তার অপেক্ষায় ট্রাক চালকরা। প্রভাব পড়ছে পানিট্যাঙ্কি এলাকার অর্থনীতিতে। সীমান্ত লাগোয়া এলাকার ভারতীয় ব্যবসায়ীরা নেপালের ওপর নির্ভরশীল। দোকানপাট বন্ধ, মার খাচ্ছে ব্যবসা।

মঙ্গলবার কাঠমাণ্ডুর কালাঙ্কি এলাকায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। একদিকে চলছে জনতার প্রতিবাদ, আরেকদিকে চলছে পুলিশের রুটমার্চ, মাইকে প্রচার। নেপালের বীরগঞ্জে আইনমন্ত্রী অজয় চৌরাসিয়ার বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর। কাঠমাণ্ডুতে কার্ফু প্রত্যাহারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফের অনির্দিষ্টকালের জন্য কার্ফু জারি করা হয়েছে।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সতেরোতম পর্ব)

এবং পাথরের মত একটি পদাঙ্গুলি দেখতে পান। তারপরেই তিনি দেবীর প্রত্যাদেশ পেলেন, " যে অঙ্গুলি তুমি পাইয়াছ, তাহা বিষ্ণু কর্তৃক সুদর্শন ছেদিত সতী অঙ্গ। আর ঐ যে কৃষনবর্ণ প্রস্তর ফলক দেখিতে পাইতেছ, তাহা ব্রহ্মার নির্মিত কালীমূর্তি।"

ব্রাহ্মণ এই দৈব বাণী শুনে ঐ উভয় খন্ডকে একত্রিত করে নিত্য পূজা করতে লাগলেন। এরপরে গভীর জঙ্গলের ভেতর নকুলেশ্বর শিবলিঙ্গও পেলেন। তারপর থেকে ব্রহ্মচারী প্রস্তরময় সতীঅঙ্গ যত্ন সহকারে সেখানে রেখে প্রতিদিন সেই নির্জন বনে এসে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

একাদশতম সশস্ত্র টর্পেডো ক্ষেপণাস্ত্র (এসিটিসিএম) বার্জ, এলএসএএম ২৫ (ইয়ার্ড ১৩৫) এর উদ্বোধন

নতুন দিল্লি, ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

থানের সূর্যদীপ্ত প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডে ৮ সেপ্টেম্বর, একাদশতম এসিটিসিএম বার্জ, এলএসএএম ২৫ (ইয়ার্ড ১৩৫)-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল বিশাল বিশ্বোই, এসিডাব্লুপি অ্যান্ড এ।

২০২১ সালের ৫ মার্চ, ১১টি সশস্ত্র টর্পেডো ক্ষেপণাস্ত্র বার্জ নির্মাণের বরাত থানের এমএসএমই শিপইয়ার্ড সূর্যদীপ্ত প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডকে দেওয়া হয়েছিল। এই বার্জগুলি সম্পূর্ণ দেশীয় ডিজাইনে তৈরি। ভারতীয় জাহাজ ডিজাইন সংস্থা এবং ইন্ডিয়ান রেজিস্টার অফ শিপিং-এর সহযোগিতায় শিপইয়ার্ড এগুলি তৈরি করেছে। এগুলি সমুদ্রে চলাচলের উপযুক্ত কি না, বিশাখাপত্তনমের নৌ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণাগারে (এনএসটিএল) তার পরীক্ষা হয়। শিপইয়ার্ড এপর্যন্ত ১০টি বার্জ তৈরি করেছে, সেগুলি ভারতীয় নৌবাহিনী ব্যবহার করছে।

এই বার্জগুলি ভারত সরকারের মেক ইন ইন্ডিয়া এবং আত্মনির্ভর ভারত প্রয়াসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সপ্তাক্ষর।। বজ্রবারাহীর সহিত হেরুকের মিলন হইলে হেরুকের আর-একটি নাম হয় সপ্তাক্ষর। সপ্তাক্ষরের অর্থ সাতটি অক্ষর এবং এই দেবতার মন্ত্র সাতটি অক্ষরে নির্মিত হয় বলিয়া এই জাতীয় হেরুককে সপ্তাক্ষর বলা হয়। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

হিমাচল প্রদেশে বন্যা ও অতিবৃষ্টি দুর্গত এলাকাগুলি আকাশপথে পরিদর্শন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী হিমাচল প্রদেশে বন্যা, মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং ভূমিধ্বস দুর্গত এলাকাগুলি আজ আকাশপথে পরিদর্শন করেছেন। সামগ্রিক দুর্গত এলাকাগুলির অবস্থা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যেই প্রধানমন্ত্রীর এই পরিদর্শন।

সমগ্র এলাকা প্রধানমন্ত্রী আকাশপথে ঘুরে দেখার পর, ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়ে পর্যালোচনা করতে কাঙড়ায় সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। তিনি হিমাচল প্রদেশ'কে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করেছেন। এসডিআরএফ এবং প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির দ্বিতীয় কিস্তির টাকা অগ্রিম দেওয়া হবে।

দুর্গত এলাকার মানুষদের পুনরায় নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে আর্থিক সহায়তার কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে ভেঙে পড়া বাড়িগুলিকে পুনর্নির্মাণ করা হবে। সেইসঙ্গে, পিএমএনআরএফ – এর মাধ্যমে ভেঙে পড়া বিদ্যালয়গুলির পুনর্নির্মাণে আর্থিক সহায়তা সহ ভেঙে পড়া জাতীয় সড়ক পুনর্নির্মাণ এবং গবাদি পশুদের জন্য খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হবে।

কৃষক সম্প্রদায়ের ক্ষয়ক্ষতির দিকগুলিকে বিবেচনা করে অতিরিক্ত অর্থ সাহায্যের সংস্থান রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের এই সাহায্যের আওতায় আনা হবে। সেইসঙ্গে, তাদের বিদ্যুৎ সংযোগ পুনর্বহাল করা হবে।

পিএম আবাস যোজনার অধীন ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির জিও ট্যাগিং – এর মাধ্যমে প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন এবং দ্রুত সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে কোনোভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, সেদিকে নজর রেখে সমগ্র শিক্ষা অভিযানের আওতায় সময় মতো সহায়তা পৌঁছে দেওয়া এবং জিও ট্যাগিং – এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলির পুনর্নির্মাণ করা হবে।

বৃষ্টির জল ধরে রাখতে এবং সেই জলকে চাষের কাজে ব্যবহার করতে পুনরায় জলাধার নির্মাণ করা হবে। সেইসঙ্গে, ভূগর্ভস্থ জলস্তর বৃদ্ধির দিকেও নজর রাখা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই আন্তঃমন্ত্রিপর্যায়ের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলকে হিমাচল প্রদেশের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য পাঠিয়েছে। তাঁদের পাঠানো বিস্তারিত রিপোর্টের ভিত্তিতেই আর্থিক সহায়তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। স্বজন হারানো পরিবারগুলির প্রতি শ্রী মোদী গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। রাজ্য সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে এই কঠিন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার সম্ভাব্য সমস্ত রকম সহায়তা প্রদান করবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃতদের নিকটাত্মীয়কে এককালীন ২ লক্ষ টাকা এবং গুরুতর আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে সাহায্য দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী আরো ঘোষণা করেন যে, সাম্প্রতিক বন্যা ও ভূমিধ্বসে পরিবারকে হারিয়ে অনাথ হয়ে পড়া বাচ্চাদের দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণের লক্ষ্যে 'পি এম কেয়ার্স ফর চিল্ড্রেন' প্রকল্পে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী, সম্ভাব্য সমস্ত রকম সহায়তা প্রদান করা হবে। রাজ্যগুলিকে এক্ষেত্রে অগ্রিম অর্থ সাহায্যের কথাও জানিয়েছেন তিনি। সেইসঙ্গে এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, সেনা ও রাজ্য প্রশাসনকে ত্রাণ এবং আপৎকালীন সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য প্রশংসা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী এই গুরুতর পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকারকে সামগ্রিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় সবরকম সহায়তার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhamahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

নেপালের সেনাপ্রধান হাত গুটিয়ে নিতেই ইস্তফা ওলির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রত্যাশামতোই মঙ্গলবারেই ইস্তফা দিয়েছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি । জেন জির দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার বিরোধী আন্দোলনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন ওলি। সেনা সূত্র জানিয়েছে, ইস্তফা দেওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী ওলি নেপালের সেনাপ্রধান অশোক রাজ সিগডেলের সঙ্গে ফোনে সেনা সাহায্য চান।সূত্রে জানা গিয়েছে বেসরকারি হিমালয় এয়ারলাইন্সের বিমানে ওলি দুবাই পালিয়ে যেতে পারেন। সেনাবাহিনীর কাছে সেই মিনতিই করে রেখেছেন তিনি। যদিও ওলি চিকিৎসার জন্য দুবাই যাচ্ছেন বলে সরকারিভাবে জানানো হবে। ঘনিষ্ঠ সূত্র জানা গিয়েছে, আপাতত উপপ্রধানমন্ত্রীর ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দেশত্যাগ করছেন ওলি। অন্তর্বর্তী কিংবা সর্বদল সরকার নির্বাচন পর্যন্ত কাজ চালাতে পারে। তবে সবটাই নির্ধারিত হবে সরকারিভাবে ওলির দেশত্যাগের নিশ্চিত খবরের পর।পরিস্থিতি সামাল দিতে সেনাবাহিনী নামাতে বলেন তিনি। এমনকী প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে নিরাপদে দেশত্যাগের জন্যও সেনাপ্রধানের কাছে কাতর অনুরোধ জানিয়েছিলেন ওলি। তখনই সেনাপ্রধান তাঁকে ইস্তফা দেওয়ার পরামর্শ দেন। সেনাপ্রধান স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, তিনি ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ালে একমাত্র তবেই বাহিনী পরিস্থিতি সামাল দিতে রাস্তায় নামবে। তখনই ওলির কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর রাজদণ্ডের সূর্য অস্তগামী হওয়া সময়ের অপেক্ষা।

মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে বাঁচাতে ও পালাতে সাহায্য করার জন্য প্রায় ডজনখানেক হেলিকপ্টার উড়ে যায় ভাইসেপতি মন্ত্রী আবাসন এলাকা থেকে। তাঁদের সকলকে ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, সেই খবর পেয়ে গণঅভ্যুত্থানকারী প্রতিবাদীরা ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেও জড়ো হয়ে যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়া খবরে প্রতিবাদীরা বিমানবন্দরের ধারে ড্রোন, লেজার লাইট ও আতসবাজি ধরিয়ে বিমান চলাচলে বাধা দিতে থাকে। যার ফলে নেপালের বিমানবন্দরগুলি থেকে বিমান চলাচল সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে।

সোমবার থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিরুদ্ধে নবীন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা প্রবল বিক্ষোভ শুরু করে। সেই আন্দোলন দমন করতে সরকার ব্যাপক দমনপীড়ন চালালে প্রায় ২০ জনের মৃত্যু ও কয়েক শতাধিক জখম হন। তারই বিরুদ্ধে শাসক জোট সরকারের ভিতরে বাইরে প্রবল সমালোচিত হন। একের পর এক তাঁর মন্ত্রীরা পদত্যাগ করতে শুরু করেন। বিরোধী দলও তাঁর পদত্যাগ দাবি করে। শেষমেশ সেনাবাহিনী প্রধানমন্ত্রীকে ইস্তফা দিতে বলার পর পদত্যাগ করলেন ওলি।

বহুমুখী মহড়া জাপাড ২০২৫-এর জন্য রাশিয়ার উদ্দেশে রওনা হল ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর একটি দল

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

বহুমুখী মহড়া জাপাড ২০২৫-এর জন্য রাশিয়ার উদ্দেশে রওনা হল ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ৬৫ সদস্যের একটি দল। এতে রয়েছেন স্থলবাহিনীর ৫৭ জন, বিমান বাহিনীর ৭ জন এবং নৌবাহিনীর ১ জন। রাশিয়ার নিঝিনি-র মুলিনো ট্রেনিং গ্রাউন্ডে এই মহড়া চলবে ১০-১৬ সেপ্টেম্বর।

ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি ও কলাকৌশলগত আদান-প্রদানে গতি আনা এই মহড়ার লক্ষ্য। মুক্ত এবং সমতল পরিসরে অভিযানের ক্ষেত্রে যৌথ পরিকল্পনা, আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং বহুপাক্ষিক সংঘর্ষের আবহে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়গুলি এই মহড়ায় বিশেষ গুরুত্ব পাবে।

নেপালের পরিস্থিতি নিয়ে যা বললেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালের উত্তাল পরিস্থিতি ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। মঙ্গলবার কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে দমদম বিমানবন্দরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নেপালে শান্তির বার্তা দিলেন। সেই সাথে নেপাল সীমান্তবর্তী রাজ্যের সীমান্ত এলাকাতেও শান্তি রাখার বার্তা দিলেন মমতা।

মমতা বলেন, নেপাল আমার দেশ নয়। এটা বিদেশি রাষ্ট্র। এই ব্যাপারে কথা বলতে পারি না। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে কথা বলতে পারে, আমি নই। কিন্তু নেপাল, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং আমরা এই রাষ্ট্রগুলোকে ভালোবাসি। কেন্দ্রীয় সরকার যদি আমাদের অনুমতি দেয়, তবে কিছু বলতে পারি। তাছাড়া এই বিষয়টা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। তবে আমার অনুরোধ, শিলিগুড়ি, কালিম্পংসহ বিস্তৃত সীমান্ত এলাকা রয়েছে, সবাইকে শান্তি রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। কেউ যেন গন্ডগোলে জড়িয়ে না পড়ে। যেহেতু এটা আমাদের বিষয় নয়। নেপালকে আমরা ভালোবাসি তাই তারা তাদের বিষয়টা ঠিক করুক। আমাদের এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। কিন্তু আমরা মনে করি প্রতিবেশী ভালো থাকলে, পাড়া-পড়শী ভালো থাকলে আমরা সকলেই ভালো থাকি। শান্তি থাক সকলে ভালো থাকুক।'

সেই সাথে গণমাধ্যমের কর্মীদের মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা রাজ্য সরকারকে না জানিয়ে কেউ যেন এই মুহূর্তে নেপালে না যান। তিনি বলেন 'জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তোমরা হঠাৎ করে কেউ চলে যেওনা। তোমরা শিলিগুড়ি থেকেও এটা (নেপালের ঘটনা) কভার করতে পারো। আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার সেফটি এন্ড সিকিউরিটি।'

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে গোপীবল্লভপুরে আয়োজিত হল পদযাত্রা ও পথসভা

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্মম অত্যাচার, মন্দির ভাঙচুর, অবাধ লুটপাট, অগ্নিযোগ, নারী ধর্ষনের প্রতিবাদে ও হিন্দু সন্ন্যাসী শ্রী শ্রী চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর নিঃশর্ত মুক্তি দাবিতে এদিন গোপীবল্লভপুর বাজারে আয়োজিত হল বিশাল ধর্মীয় পদযাত্রা ও পথসভা। এদিন গোপীবল্লভপুর রামনবমী উদযাপন কমিটি ও ঝাঁসী রানী মহিলা সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত হয় এদিনের এই পদযাত্রা ও পথসভার। হরিনাম সংকীর্তন করে পদযাত্রায় পা মেলান এলাকার বহু মানুষজন। উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর রাম নবমী উদযাপন কমিটির সম্পাদক সুমন্ত মোহান্তি সহ অন্যান্য সদস্যরা।

সিনেমার খবর

যে ঘটনার পর আর বিয়েই করেননি রেখা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের চিরসুন্দরী বলা হয় অভিনেত্রী রেখাকে। প্রায় ১৮০টিরও বেশি হিন্দি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। সিনেমায় যেমন আলোচনায় ছিলেন তেমনি ব্যক্তিগত জীবনের জন্য তিনি বরাবরই ছিলেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। ১৯৯০ সালে দিল্লির ব্যবসায়ী মুকেশ আগরওয়ালের সঙ্গে পরিচিত এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তারা বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। দীর্ঘ তারকাজীবনের পর এ যেন ছিল স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধার মুহূর্ত। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।

বহু বছর পর সিমি গারেওয়ালের সঙ্গে আলাপকালে বিষয়টি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন রেখা। তিনি বলেন, 'এটা প্রেম ছিল না। মুকেশকে আমার অপরিচিতই মনে হয়েছিল।'

লন্ডনে মধুচন্দ্রিমায় গিয়েই তিনি নাকি বুঝতে পারেন তাদের জীবন ও স্বভাবের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। তাই কয়েক মাসের মধ্যেই বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্তে পৌঁছান তারা। যদিও রেখা দাবি করেন, 'ডিভোর্সের কথা আমার পক্ষ থেকে আসেনি, মুকেশই প্রথমে বিচ্ছেদের কথা বলেছিলেন।'

বিয়ের কয়েক মাস পর ১৯৯০ সালের ২ অক্টোবর আত্মহত্যা করেন মুকেশ। সে সময় অভিনেত্রী ছিলেন লন্ডনে। সে সময় থেকেই রেখার জীবন ঝড়ের মুখে পড়ে। গণমাধ্যম ও সমাজের একাংশ তাকে দোষারোপ করতে শুরু করে। কেউ কেউ তাকে 'ডাইনি' বলেও আখ্যা দেন।

শেষ পর্যন্ত রেখা এক সাক্ষাৎকারে অংশ নেন, যার শিরোনাম ছিল 'আমি মুকেশকে হত্যা করিনি'। এতে তিনি সত্যিটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলেন। তবু সমালোচনা থামেনি। যেমন সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর রিয়া চক্রবর্তীকে ঘিরে হয়েছিল তীব্র বিচার-সেরকম পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন রেখা।

২০০৪ সালে সিমি গারেওয়ালের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে রেখা বলেন, সেটাই ছিল তার জীবনের মোড় ঘোরানো সময়। তার ভাষায়, 'এটা যতই ভয়ঙ্কর শোনাক না কেন, আমার কাছে ওটাই জীবনের সেরা শিক্ষা ছিল। আমি নিমিষে বুঝে গিয়েছিলাম মানুষ আসলে কী।'

মুকেশের মৃত্যুর পর নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে গেছেন রেখা। তিনি বলেছিলেন, 'প্রথমে ছিল প্রবল ধাক্কা, তারপর অস্বীকার। এরপর এলো প্রচণ্ড রাগ। বারবার বোঝার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। আর শেষে, অবশ্যই মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।'

সেই ঘটনার পর থেকে রেখা আর কখনো বিয়ে করেননি।

'অনেকবার বলেছি, আমি বিবাহিত' কেনো মিথ্যার আশ্রয় নিতেন জাহ্নবী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর কি সত্যিই বিবাহিত? সম্প্রতি নিজেই এমন দাবি করে চমকে দিয়েছেন অনুরাগীদের। এতে নেটিজেনদের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে- জাহ্নবী যদি বিবাহিত হন, তবে বনি কাপুরের জামাই কে?

ভারতীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, জাহ্নবী তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ইন্টারনেট সেনসেশন ওরহান অবাত্রামণিকে (যিনি বি-টাউনে 'ওরি' নামে পরিচিত) একবার 'স্বামী' হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। নানা পার্টি, ছুটি কিংবা রেস্টুরেন্টে প্রায়ই তাদের একসঙ্গে দেখা যায়।

এক সাক্ষাৎকারে জাহ্নবী বলেন, তিনি বিদেশে থাকাকালীন প্রায়ই অপ্রত্যাশিত প্রেমের প্রস্তাব পান। এমন পরিস্থিতি এড়াতেই 'আমি বিবাহিত'— এই অজুহাত ব্যবহার করেন। এমনকি একবার অস্বস্তিকর মুহূর্তে মজা করে ওরিকেই নিজের স্বামী বলে পরিচয় দেন।

সম্প্রতি 'পারাম সুন্দরী'র প্রচারে জনপ্রিয় শো স্পিড ডেটিং-এ সহ-অভিনেতা সিদ্ধার্থ মালহোত্রার সঙ্গে অংশ নিয়ে জাহ্নবী অকপটে শেয়ার করেন তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। সেখানে প্রশ্ন করা হয়- প্রেমের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে গিয়ে সবচেয়ে অদ্ভুত অজুহাত কী ব্যবহার করেছেন? উত্তরে তিনি হাসতে হাসতে জানান, "অনেকবার বলেছি, আমি বিবাহিত। বেশির ভাগ সময়ে এমনটা ভারতের বাইরে হয়। লস অ্যাঞ্জেলসের এক রেস্টুরেন্ট ওয়েটাররা আমাকে ফোন নম্বর দিতেন, বাড়তি খাবার আনতেন। একবার ওরির সঙ্গে ছিলাম, তখন বলেছিলাম-ও আমার স্বামী।"

আসছে ৫ ঘণ্টার 'বাহুবলী: দ্য এপিক'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের নাম 'বাহুবলী'। ২০১৫ সালে মুক্তি পাওয়া 'বাহুবলী: দ্য বিগিনিং' এবং ২০১৭ সালের 'বাহুবলী: দ্য কনক্লুশন' ঝড় তুলেছিল দেশজুড়ে, এমনকি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও। এরপর থেকেই চলছিল গুঞ্জন আসবে কি তৃতীয় কিস্তি? ভক্তদের সেই অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে নির্মাতারা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করলেন 'বাহুবলী: দ্য এপিক'-এর প্রথম ঝলক।

অফিসিয়াল ফার্স্ট লুকে আবারও দেখা মিলেছে মাহিষ্মতী সাম্রাজ্যের গৌরব, যুদ্ধের মহিমা ও রাজকীয় দৃশ্যাবলির। প্রভাসকে বহু বছর পর বাহুবলীর রূপে ফিরে পেয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত ভক্তরা। প্রকাশের পরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে উন্মাদনা।

'বাহুবলী: দ্য এপিক' শুধু নামেই নতুন নয়, নির্মাণেও থাকছে অভিনবত্ব। এই কিস্তির দৈর্ঘ্য হতে যাচ্ছে ৫ ঘণ্টা ২৭ মিনিট, যা এক কথায় বললে ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘতম মূলধারার সিনেমা। এটি কোনও এক্সটেন্ডেড কাট নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ ও ধারাবাহিক গল্প বলা হবে একটানা। নির্মাতাদের দাবি, এটি হবে এক ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা, যেখানে দর্শকদের ধৈর্য ও মনোযোগ থাকবে মূল চাবিকাঠি।

'বাহুবলী: দ্য বিগিনিং' বক্স অফিসে আয় করেছিল প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা। 'বাহুবলী: দ্য কনক্লুশন' তো বক্স অফিস কাঁপিয়ে দিয়েছিল, আয় করেছিল ১৭৮৮ কোটি টাকা।

এশিয়া কাপের সূচি নিয়ে রশিদের অসন্তোষ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এশিয়া কাপের সূচি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন আফগানিস্তান দলের অধিনায়ক রশিদ খান। ট্রফি উন্মোচন এবং সাংবাদিক সম্মেলনের পরই ম্যাচ খেলতে দুবাই থেকে দেড়শো কিলোমিটার দূরের আবুধাবি যেতে হচ্ছে দলগুলোকে এটি আদর্শ নয় বলে মন্তব্য করেছেন এই লেগস্পিনার।

টুর্নামেন্ট শুরুর আগের দিন দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হয় এশিয়া কাপ ট্রফি উন্মোচন ও অধিনায়কদের সম্মেলন। সেখানে রশিদ খান বলেন, "আমার মনে হয় না এটা আদর্শ, এটা নিয়ে আমাদের ভেতরেও আলোচনা হয়েছে। ম্যাচ খেলতে যেতে হবে আবুধাবিতে, কিন্তু অবস্থান করতে হবে দুবাইয়ে। একজন পেশাদার ক্রিকেটারের জন্য এটা খুব একটা স্বাভাবিক নয়।"

রশিদের এই মন্তব্যের সময় পাশে থাকা ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব হাসিমুখে মাথা নাড়েন এবং বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাসের অভিব্যক্তিও ছিল এক রকমের।

রশিদ খান সরাসরি আয়োজকদের সমালোচনায় না গেলেও তার কণ্ঠে হতাশা স্পষ্ট ছিল। তিনি বলেন, "আপনার খেলা আবুধাবিতে, কিন্তু আপনি থাকছেন দুবাইয়ে। আবার তিনটি ম্যাচ খেলতেও যেতে হবে আবুধাবিতে। এটা ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি। তবে একজন পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নামলে সব ভুলে যেতে হয়।"

বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার অভিজ্ঞতা থেকে রশিদ আরও যোগ করেন, "অনেক সময় দেখা যায় দুই-তিন ঘণ্টা ফ্লাইট নিয়ে নামার পরই খেলতে নেমে পড়ি। এমনও হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ম্যাচ খেলেছি। এজন্য মানসিকভাবে শক্ত থাকতে হয়। ভ্রমণ নিয়ে অভিযোগ করলে মাঠে তার প্রভাব পড়ে।"

এশিয়া কাপের সূচি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে অনেকের মাঝেই। সাধারণত টুর্নামেন্ট শুরুর দিন একই ভেন্যুতে ট্রফি উন্মোচন, সংবাদ সম্মেলন এবং ম্যাচ হয়। এবার তার ব্যতিক্রম ঘটেছে।

এই সিদ্ধান্তের কারণ জানতে চাইলে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেয়নি। তবে সংস্থার এক কর্মকর্তা জানান, শ্রীলঙ্কা দলের দেরিতে আগমনই সূচিতে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। জিম্বাবুয়ে সফরে ব্যস্ত থাকা শ্রীলঙ্কা দল ৯ সেপ্টেম্বর এসে পৌঁছায় দুবাইয়ে।

বিমানবন্দর থেকে সরাসরি লঙ্কান অধিনায়ক চারিথ আসালাঙ্কা চলে আসেন ট্রফি উন্মোচন অনুষ্ঠানে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে তিনি বলেন, "আমি তো ঘুমেই ঠিকমতো তাকাতে পারছি না।"

সব সমস্যার মাঝেও পেশাদারিত্বের পরিচয় দিতে চান রশিদ খান। তার ভাষায়, "আপনার যখন খেলা থাকে, তখন শতভাগ দিতে হবে। মানসিকভাবে শক্ত থাকতে হবে। এটাই একজন পেশাদারের পরিচয়।"

গেইল-পোলার্ডের পর ইতিহাস গড়লেন হেলস

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে নতুন এক মাইলফলক ছুঁলেন অ্যালেক্স হেলস। বিশ্বের মাত্র তৃতীয় এবং ইংল্যান্ডের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে ১৪ হাজার রানের মাইলফলকে পৌঁছেছেন এই ওপেনার।

ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে ম্যাচে ব্যক্তিগত ৫০ রান পূর্ণ করার মধ্য দিয়ে এই কীর্তি গড়েন হেলস। ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলতে নামা হেলস ইনিংসের নবম ওভারে ইমরান তাহিরকে বিশাল এক ছক্কায় পঞ্চাশ পূর্ণ করেন, একই সঙ্গে ১৪ হাজার রানের ক্লাবেও তার নাম লিখিয়ে নেন তিনি।

ত্রিনিদাদে ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে হেলস খেলেন ৭৪ রানের দারুণ ইনিংস মাত্র ৪৩ বলে, ৭টি ছক্কা ও ৩টি চারে সাজানো। তার দল ত্রিনবাগো জয় পায় ৬ উইকেট ও ১৬ বল হাতে রেখেই।

এই ম্যাচ পর্যন্ত হেলসের টি-টোয়েন্টি রান দাঁড়ায় ১৪ হাজার ২৪, ৫০৫ ইনিংসে। তার নামের পাশে আছে ৭টি সেঞ্চুরি ও ৮৯টি ফিফটি।

টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রান ক্রিস গেইলের, যিনি ৪৫৫ ইনিংসে করেছেন ১৪ হাজার ৫৬২ রান। তালিকায় হেলসের উপরে এখন কেবল এই 'ইউনিভার্স বস'।

তালিকার তৃতীয় স্থানে আছেন কাইরন পোলার্ড, তিনি বারবাডোজ রয়্যালসের বিপক্ষে অপরাজিত ১৯ রানের ইনিংসে আগের দিন ছুঁয়েছেন ১৪ হাজার রানের মাইলফলক। তার রানসংখ্যা ৬৩৪ ইনিংসে ১৪ হাজার ১২।

এই তিনজনের পর তালিকায় আছেন অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নার। ৪২৩ ইনিংসে তার সংগ্রহ ১৩ হাজার ৫৯৫ রান।

ট্রান্সফার ফির রেকর্ড গড়ে নিউক্যাসলে ভল্টামাডা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সুইডিশ স্ট্রাইকার আলেকসান্দার ইসাকের ভবিষ্যৎ ঘিরে অনিশ্চয়তার মাঝে আক্রমণভাগে নতুন খেলোয়াড় যোগ করল নিউক্যাসল ইউনাইটেড। ট্রান্সফার ফির রেকর্ড গড়ে স্টুটগার্ট থেকে ইংলিশ ক্লাবটিতে নাম লেখালেন দীর্ঘদেহী জার্মান ফরোয়ার্ড নিক ভল্টামাডা।

প্রিমিয়ার লিগের দলটি শনিবার এক বিবৃতিতে ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতার এই ফুটবলারকে দলে নেওয়ার কথা জানায়। বিবৃতিতে চুক্তির নির্দিষ্ট মেয়াদ কিংবা ট্রান্সফার ফি উল্লেখ করা হয়নি। ব্রিটিশ গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, চুক্তি ৬ বছরের আর অর্থের অঙ্কটা ৬ কোটি ৯০ লাখ পাউন্ড, যা ক্লাবটির রেকর্ড।

তিন বছর আগে ইসাককে কিনতে নিউক্যাসলের খরচ হয়েছিল ৬ কোটি ৩০ লাখ পাউন্ড। লিভারপুলে যেতে আগ্রহী ইসাককে পেছনে ফেলে ক্লাবটির সবচেয়ে দামি ফুটবলার এখন ২৩ বছর বয়সী ভল্টামাডা।

ভার্ডার ব্রেমেনের একাডেমিতে বেড়ে ওঠা ভল্টামাডা ক্লাবটির মূল দলে সুযোগ পান ২০২০ সালে। ১৭ বছর বয়সে মাঠে নেমে বুন্ডেসলিগায় দলটির সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হয়ে যান তিনি। গত বছর তিনি যোগ দেন স্টুটগার্টে। দলটির হয়ে মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৩ ম্যাচে গোল করেন ১৭টি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR